বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭-২০১৮

গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট

১০১, গার্লস স্কুল রোড (নগর ভবন রোড)
মানিকগঞ্জ

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭-২০১৮

গণ কল্যাণ ট্রাস্ট
১০১, গার্লস স্কুল রোড (নগর ভবন রোড)
মানিকগঞ্জ

অলংকরণ ও মুদ্রণে

গণমুদ্রণ লিমিটেড
পোঃ মির্জানগর ভায়া সাভার ক্যান্টনমেন্ট
সাভার, ঢাকা-১৩৪৪
ফোন : (৮৮০-২) ৭৭৯১৯৭৯, ৭৭৯২৩৩১
ই-মেইল : gonomudran@gmail.com

মোঃ গোলাম মোস্তফা দুলাল
সভাপতি
গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট

২৭ মাঘ, ১৪২৫
০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

শুভেচ্ছা বাণী

গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট সফলভাবে ২০১৭-১৮ অর্থ বছর সমাপ্ত করে ২০১৮-১৯ সনে পদার্পণ করেছে। এটা আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সফলতায় গাথা তথ্যবহুল প্রতিবেদনটি যথাসময়ে প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

চলমান অর্থ বছরের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা বিশেষ করে ফান্ড সমস্যা সত্তেও সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মী-বাহিনী যে নিরলস সংগ্রামের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সাফল্য অর্জন করেছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়, শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয়। ট্রাষ্টের প্রতিষ্ঠাকালীন অঙ্গীকার ও সমাজ বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যকে ধারণ করে দীর্ঘ ৩২ বছরের পথ চলার সাফল্যের দাবীদার বোর্ড অব ট্রাষ্টি ও সাধারণ পরিষদের সকল সদস্যবৃন্দ এবং ট্রাষ্টের সকল স্তরের কর্মীবৃন্দ, সকল দাতা সংস্থা, সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী বেসরকারী সংস্থাসমূহ ও শুভানুধ্যায়ীদেরকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

আগামী বছরের সাফল্য কামনায় –

M.G. Mustafa.

(মোঃ গোলাম মোস্তফা দুলাল)

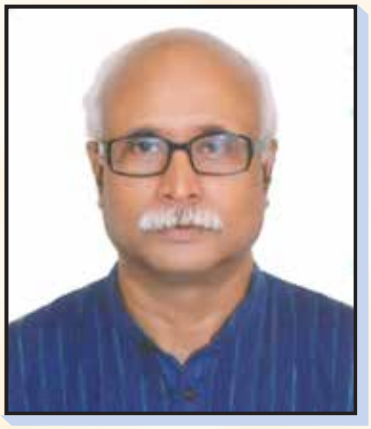

মোঃ শফিউদ্দিন
সমন্বয়ক
গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট

০৯ শ্রাবণ, ১৪২৪
২৪ জুলাই, ২০১৯

শুভেচ্ছা বাণী

গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট সাফল্যের সাথে আরো একটা বছর (২০১৭-১৮) শেষ করলো। ২০১৭-১৮ সনের বার্ষিক প্রতিবেদন পুস্তিকা আকারে আপনার হাতে পৌঁছে দিতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। বিগত বছরটি ছিল সাফল্যের কিন্তু ঝঞ্ঝা মুক্ত নয়। এলাকায় উন্নয়নের কৃষি কর্মসূচীকে প্রাধান্য দিয়ে ৩২ বছর আগে যাত্রা শুরু করলেও গত ১১ বছর থেকে ঘোষণা দিয়ে ডোনার ফান্ড গ্রহণ না করে সংগঠনকে ক্রমান্বয়ে দেশীয় প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে বহুমাত্রিক কৃষি ঋণ কার্যক্রম গ্রহণ করে এগিয়ে যাবার এ পথ পরিক্রমা সংগ্রাম আর সাফল্যে ভরপুর এক অভিযাত্রার প্রতীক।

প্রতিষ্ঠাকালীন লক্ষ্য ও আদর্শে অটল থেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলার সংগ্রামী মনোবলের মাধ্যমেই এই সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। এই অগ্রযাত্রা কোন একক ব্যক্তির নয় বরং যৌথ কর্মকান্ডের সফল প্রয়াস। ২০১৭-১৮ সনের সাফল্য অনুপ্রেরণা হয়ে উঠবে ২০১৮-১৯ সনের সফলতার পথ নির্দেশনার ভিত্তি। আমি গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট-এর অগ্রযাত্রারায় সকল উন্নয়ন সহযোগী, পিকেএসএফ বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক, সরকারী বেসরকারী সংস্থাসমূহ ও এম এর এ কর্তৃপক্ষকে জানাই অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা।

এই প্রত্যাশা নিয়েই সকল ট্রাষ্টি সদস্যবৃন্দ সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও সকল স্তরের কর্মীদের জানাই আগামী দিনের শুভেচ্ছা।

ধন্যবাদান্তে

(মোঃ শফিউদ্দিন)

ট্রাষ্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্যবৃন্দের নাম ও পদবী

মোঃ গোলাম মোস্তফা দুলাল
চেয়ারম্যান

এস. এ. ওহাব
কোষাধ্যক্ষ

মিসেস সেলিনা ফাতেমা বিনতে শহিদ
সদস্য

মেহনিগার আক্তার
সদস্য

মোঃ শফিউদ্দিন
সদস্য সচিব/সমন্বয়ক

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
পটভূমি	৭
গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট এর আইনী ভিত্তি	৮
গণ কল্যাণ ট্রাষ্টের লক্ষ্য	৮
উদ্দেশ্য	৮
জিকেটির অর্গানোগ্রাম	৯
সংস্থার কর্মএলাকা	১০
জেলা ভিত্তিক জনসংখ্যা এবং জিকেটির আওতাভুক্ত উপকারভোগীর সংখ্যা	১০
এক নজরে জিকেটি ২০১৭-২০১৮	১১
গণ কল্যাণ ট্রাষ্টের চলমান কর্মসূচী	১১
১। ঋণ দান কর্মসূচী	১২
১.১ দল গঠন	১২
১.১.১ দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা	১২
১.১.২ দল গঠনের বৈশিষ্ট্য	১৩
১.২ সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা	১৩
১.৩ ঋণ বিতরণ	১৩
গণ কল্যাণ ট্রাষ্টের ফান্ডের উৎস	১৪
এক নজরে ঋণ কার্যক্রমের বিগত ৫ বৎসরের অগ্রগতি	১৪
জোন ভিত্তিক ঋণ কর্মসূচির তথ্য	১৫
১.৪ ঋণ বিতরণের কম্পোনেন্ট সমূহ	১৫
১.৪.১ বুনিয়াদ ঋণ কার্যক্রম	১৬
লিপি বণিকের জীবন সংগ্রামের কথা	১৭
১.৪.২ জাগরণ ঋণ কার্যক্রম	১৮
রাশেদা বেগমের সফলতার গল্প	১৯
তাসলিমা বেগমের সফলতার গল্প	২০
১.৪.৩ অগ্রসর ঋণ কার্যক্রম	২১
হামিদা বেগমের সফলতার গল্প	২৩
মাজেদা বেগমের সফলতার গল্প	২৪
১.৪.৪ সুফলন ঋণ কার্যক্রম	২৫
মুকুমালার সফলতার গল্প	২৫
সবিতা রানীর সফলতার গল্প	২৬
২। প্রশিক্ষণ	২৬
৩। টিস্যু কালচার ল্যাবের মাধ্যমে আলুবীজ উৎপাদন	২৯
৪। আর্সেনিক মুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	২৯
৫। জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্প	৩০
৬। সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কর্মসূচী	৩১
৬.১ শিক্ষা প্রণোদনা/২০১৭	৩১
৬.২ উন্নয়ন মেলা/২০১৮	৩১
৬.৩ বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ	৩১

গণ কল্যাণ ট্রষ্ট

পটভূমি

গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট (জিকেটি) একটি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি কর্ম-এলাকার সুবিধা বঞ্চিত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট। সংস্থাটি ১৯৮৫ সালের নভেম্বর মাসে মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে সাটুরিয়া উপজেলার গরীব জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে দুর্দশাগ্রস্থ নারী, ভূমিহীন কৃষক, ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষক, গরীব পেশাজীবি শ্রেণী, যারা বিভিন্ন সামাজিক ও আর্থসামাজিক দুর্দশার শিকার তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে। শুরু থেকেই জিকেটি পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধান কাজে কৃষিভিত্তিক উন্নয়ন ও উৎপাদনমুখী কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ বাস্তবায়ন শুরু করে।

জিকেটি পিছিয়ে পড়া নারী সমাজকে উন্নয়নের মূলধারায় সংযুক্ত করার উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। এ জন্য জিকেটি নারী সমাজকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও ঋণ সুবিধা ও সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তুলে তাদেরকে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার অবিরাম চেষ্টা করে যাচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করে সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা, দক্ষ জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করা, রোগ প্রতিরোধমূলক সচেতন ও সুস্থ পরিবার গড়ে তোলা এবং সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে ভারসাম্যমূলক প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলার কাজ করে যাচ্ছে।

কর্ম-এলাকায় উপকারভোগীদের জীবন বাস্তবতায় একথা এখন সত্য যে, জিকেটি এই দীর্ঘ উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফসল হিসাবে তাদের জীবন যাত্রার মান, ক্রয় ক্ষমতা, সচেতনতার পর্যায়, অধিকার আদায় ও ভোগ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য জ্ঞান, বিশেষত নারীদের আত্মনির্ভরশীলতা, পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃদ্ধি পাওয়ায় সূচক হলো সংস্থা হিসেবে কর্ম-এলাকায় সকল স্তরের মানুষের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতা ও সাংগঠনিক কাঠামো বৃদ্ধি পেয়ে বত্রিশ বছর ধরে উন্নয়ন সংগ্রামের পথে চলতে পারা। সর্বোপরি এ সুদীর্ঘ পথ চলতে এলাকার দরিদ্র নারী পুরুষের সহযোগিতা সমর্থন পাওয়া এবং তাদের অংশগ্রহণ করার মতো আনুকূল্য অর্জন করতে পারা। একই সাথে এই অর্জনের ক্ষেত্রে সামাজিক এবং প্রশাসনিক যে সহায়তা প্রয়োজন সেটাও পাওয়া গেছে যথার্থ।

ফলে এ কথা বলাই যায় যে, আমাদের যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং গ্রহণযোগ্যতা, দৃশ্যতঃ এবং অদৃশ্যতঃ নানাভাবে ভূমিকা রাখার কৃতিত্ব এককভাবে কারো নয়, সে কৃতিত্ব সকলেরই। কর্ম-এলাকায় জনগণের আস্থার সুবাদেই জিকেটি হয়ে উঠেছে সবার নিজেদের প্রতিষ্ঠান।

বত্রিশ বছরে এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সঞ্চিত হয়েছে অনেক প্রতিকূলতা মোকাবেলার অভিজ্ঞতা, উন্নয়ন সহায়ক ভূমিকা পালন করায় ধীরে ধীরে জিকেটি হয়ে উঠেছে সকলের বন্ধু, সকলের প্রতিষ্ঠান। সাটুরিয়ার

সেই ছোট্ট জিকেটি এখন ৪টি জেলায় ১২টি উপজেলায় ৮৬টি ইউনিয়নে ৫৮৪টি গ্রামে এবং ২টি পৌরসভায় সম্প্রসারিত হয়েছে। সংগঠনটি হয়ে উঠেছে মূল উন্নয়ন প্রচেষ্টার সহায়ক শক্তি। জিকেটি এবং তার সংগঠিত মানুষ মনে করে যে, উন্নয়ন আন্দোলনকে সম্প্রসারণ ও ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সকলের সমন্বিত অংশগ্রহণের কোন বিকল্প নেই।

গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট এর আইনী ভিত্তি

#	রেজিস্ট্রেশন অথরিটি	রেজিঃ নং	তারিখ
১	ট্রাষ্ট এ্যাক্ট রেজিস্ট্রেশন অর্ডিনেন্স অব ১৮৮২	ট্রাষ্ট ১৯২১	০৯.১১.১৯৮৫
২	সমাজ সেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধন	মা-০০৬	০১.১১.১৯৮৬
৩	বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ রেজিঃ নং	ডিএসএস/এফডি আর নং ২৫৬	১৮.০১.১৯৮৮
৪	মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)	০০২১৯-০১৫২৪-০০১৪৭	২৬.০২.২০০৮

গণ কল্যাণ ট্রাষ্টের লক্ষ্য

সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বিশেষ করে মহিলাদের সংগঠিত করে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার গুণগত মান উন্নয়ন করাই গণ কল্যাণ ট্রাষ্টের মূল লক্ষ্য।

উদ্দেশ্য

- ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের বিশেষ করে অসহায় গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিত করে সম্মানজনক ভাবে বেঁচে থাকার জন্য দক্ষ জনগোষ্ঠী হিসাবে গড়ে তুলে তাদের উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করা।
- সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও বিভিন্ন ধরনের পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করে সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা ও দক্ষ জনবলে রূপান্তরিত করা।
- সঞ্চয়ের মাধ্যমে অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর নিজস্ব তহবিল গঠন করার লক্ষ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলার অভ্যাস ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।
- অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধমূলক সচেতন সুস্থ পরিবার ও সামাজিক জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে ভারসাম্যমূলক প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলা।
- অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীদের মাধ্যমে সুপরিকল্পিতভাবে সংগঠিত করে ক্রমান্বয়ে তাদের নিজস্ব স্বনির্ভর জাতীয় সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা।
- সামাজিক দায়বদ্ধতা মূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাগার উন্নয়ন ও দলীয় সদস্যদের সন্তানদের শিক্ষার মান উন্নয়নে পুরস্কৃত করা।

অর্গানোগ্রাম অব গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট

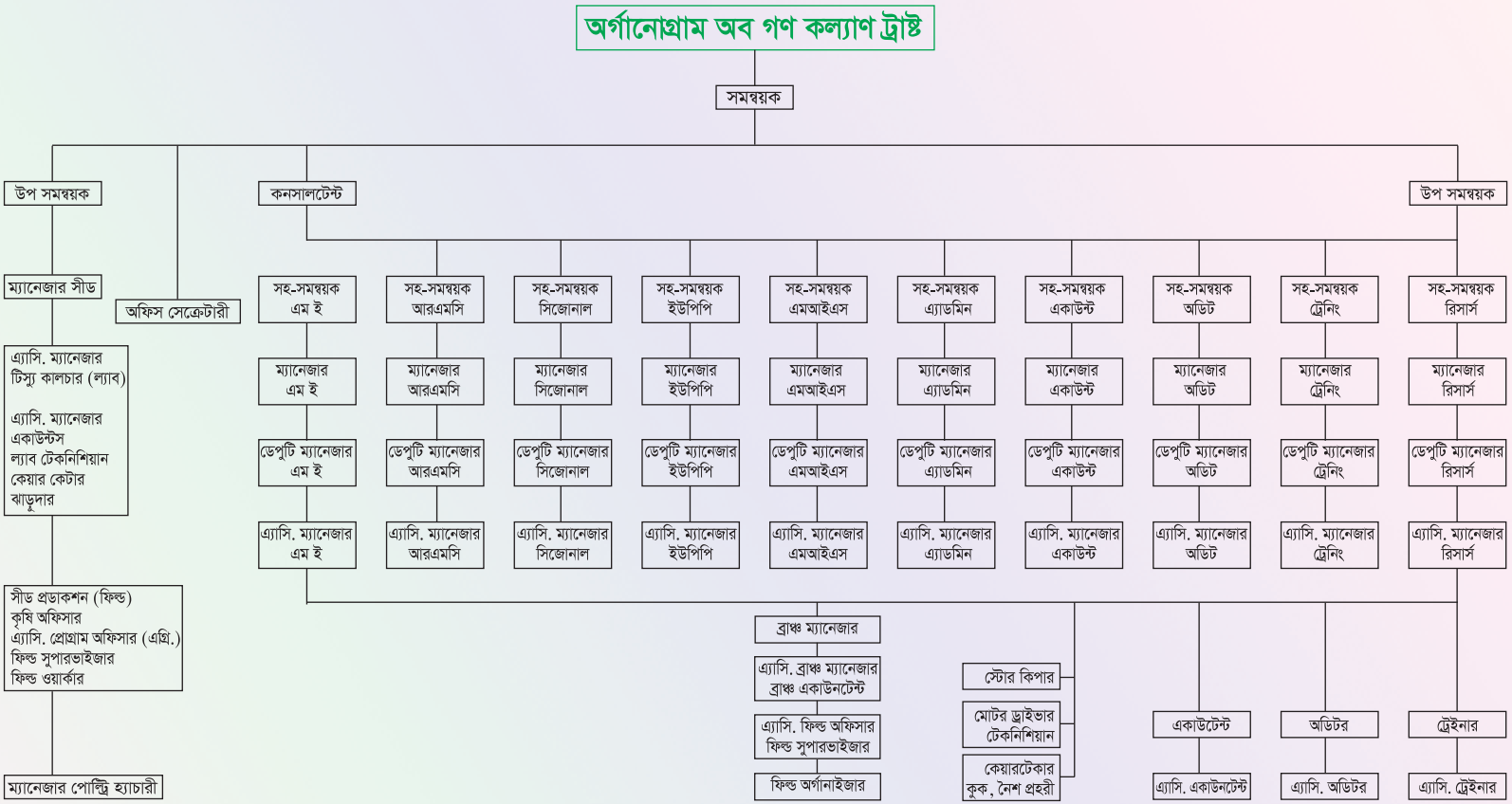

গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট এর কর্ম-এলাকা

#	জোনের নাম	শাখার নাম	উপজেলা	জেলা
১	সাটুরিয়া	সাটুরিয়া	সাটুরিয়া	মানিকগঞ্জ
		ফুকুরহাটী	সাটুরিয়া	মানিকগঞ্জ
		দড়গ্রাম	সাটুরিয়া	মানিকগঞ্জ
		তিল্লী	সাটুরিয়া	মানিকগঞ্জ
		দিঘুলিয়া	সাটুরিয়া	মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল
২	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ
		ডাউটিয়া	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ
		নবগ্রাম	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ
		লেমুবাড়ি	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ
		সিংগাইর	সিংগাইর	মানিকগঞ্জ
৩	বাথুলী	আটিগ্রাম	মানিকগঞ্জ সদর	মানিকগঞ্জ
		বাসনা	ধামরাই	ঢাকা
		বাথুলী	ধামরাই	ঢাকা
		ধানতারা	ধামরাই	ঢাকা
		সূয়াপুর	ধামরাই	ঢাকা
৪	আন্ধারমানিক	লেছড়াগঞ্জ	হরিরামপুর	মানিকগঞ্জ ও ফরিদপুর
		আজিমনগর	হরিরামপুর	মানিকগঞ্জ ও ঢাকা
		ঝিটকা	হরিরামপুর	মানিকগঞ্জ
		আন্ধারমানিক	হরিরামপুর	মানিকগঞ্জ
		জামসা	সিংগাইর	মানিকগঞ্জ
৫	টেপড়া	দৌলতপুর	দৌলতপুর	মানিকগঞ্জ
		টেপড়া	শিবালয়	মানিকগঞ্জ
		ঘিওর	ঘিওর	মানিকগঞ্জ
		নালী	শিবালয়	মানিকগঞ্জ

জেলা ভিত্তিক জনসংখ্যা এবং জিকেটি'র আওতাভুক্ত উপকারভোগীর সংখ্যা

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের সংখ্যা	ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যা	জিকেটি'র উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা
১	ঢাকা জেলা	২ টি	১৭ টি	২,৮৫,৬৮০	২৬,২৪৬
২	মানিকগঞ্জ জেলা	৭ টি	৬১ টি	১৬,৮৮,৪২৫	১,৩৮,১০১
৩	ফরিদপুর জেলা	২ টি	২ টি	১,৫৪,২১৫	১২,৫০৪
৪	টাঙ্গাইল জেলা	১ টি	২ টি	৫১,০০০	৪,৯১৩
	৪ টি	**১২ টি**	**৮৪ টি**	**২১,৭৯,৩২০**	**১,৮১,৭৬৪**

এক নজরে জিকেটি - ২০১৭-১৮

ক্রঃ নং	বিবরণ	জুন, ২০১৭ পর্যন্ত	জুন, ২০১৮ পর্যন্ত
১	শাখার সংখ্যা	২০টি	২৪টি
২	লোকবল	২৪১ জন	২৫৪ জন
৩	গ্রাম সংখ্যা	৫৫১টি	৫৮৪টি
৪	ইউনিয়ন সংখ্যা	৭৬টি	৮৪টি
৫	উপজেলা সংখ্যা	১১টি	১২টি
৬	জেলা সংখ্যা	৪টি	৪টি
৭	সমিতি সংখ্যা	১,৫৫১টি	১,৮১৫টি
৮	সদস্য সংখ্যা	৩৭,১২১ জন	৪৩,৬০২ জন
৯	ঋণী সংখ্যা	২৬,৮২৯ জন	৩৪,০০২ জন
১০	ঋণী কাভারেজ	৭২.২৭%	৭৭.৯৮%
১১	ঋণ স্থিতি	৫৮,৫২,৭৬,২৮২/-	৮৩৮,৪৯৪,৮১৮/-
১২	সাধারণ সঞ্চয় স্থিতি	১৫,৩৮,৩১,৭১৮/-	২০৪,০৪৪,১৮০/-
১৩	স্বেচ্ছা সঞ্চয় স্থিতি	১,৩০৮,০৯১	১০,৯৪৪,০৭৭/-
১৪	জিকেটি মাসিক সঞ্চয় স্কীম	৮১,৮০০,৯৮৫	৯৭,৮০৯,৩৬৯/-
১৫	বকেয়া স্থিতি	১,৯৭,৪১,০৯২/-	২০,৭৪৬,১৮৯ /-
১৬	ক্রমপুঞ্জিভূত আদায়ের হার	৯৯.৬৪%	৯৯.৬৯ %
১৭	PAR	৫.৯৯%	৪.৪০%
১৮	OTR	৯৭.৪৭%	৯৭.১০%

গণ কল্যাণ ট্রাষ্টের চলমান কর্মসূচী

১। ঋণদান কর্মসূচী।

১.১. দল গঠন

১.২. সঞ্চয়ের তহবিল

১.৩. ঋণদান

২। প্রশিক্ষণ।

৩। টিস্যু কালচার মাধ্যমে আলুবীজ উৎপাদন।

৪। নিরাপদ পানি সরবারহ ও আধুনিক পয়ঃনিস্কাশন।

৫। জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্প।

৬। সামাজিক দায়বদ্ধতা মূলক কর্মসূচী।

ক) শিক্ষা প্রণোদনা

খ) উন্নয়ন মেলা

১. ঋণদান কর্মসূচী

১.১. দল গঠন

গণ কল্যাণ ট্রাষ্টের প্রাথমিক কাজ হচ্ছে সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য নিয়ে দল গঠন করা। কারণ সংগঠিত জনগোষ্ঠীকেই সচেতনভাবে গড়ে তুলে সামাজিক কর্মকান্ডের চালিকা শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। সংগঠিত জনগোষ্ঠীই নিজেদের সামাজিক ও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সমূহকে মোকাবেলা করতে পারে। সেই কারণেই গণ কল্যাণ ট্রাষ্টের সাংগঠনিকভাবে গৃহীত সমস্ত কর্মসূচীর প্রধান চালিকা শক্তি হচ্ছে দলীয় সদস্য সদস্যাবৃন্দ।

১.১.১. দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা

উন্নয়ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে সামাজিক কর্ম তৎপরতা বৃদ্ধি করা, সামাজিকভাবে সকল সম্প্রদায়কে উন্নয়নে নিজেদের পারস্পরিক অংশগ্রহণ ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা। এই লক্ষ্যে –

- অসংগঠিত বিক্ষিপ্ত জনগোষ্ঠীকে সচেতন দায়বদ্ধ করে গড়ে তোলা ও পরিচালনা করা,
- লক্ষ্য অর্জনে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে সুশৃঙ্খল প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করা,
- নিজেদের সামাজিক প্রতিকূলতা সমূহকে সংগঠিতভাবে মোকাবিলা করা,
- "একতাই বল" এই বলে সামাজিকভাবে বলিয়ান হয়ে উঠা। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংগঠনগুলো নিজেদের নেতৃত্বে পরিচালনা করার যোগ্যতা অর্জন করা এবং পর্যায়ক্রমে গ্রাম, ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, থানা, জেলা ভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে সামজিকভাবে ক্ষমতাবান হয়ে উঠা।

১.১.২. দল গঠনের বৈশিষ্ট্য

– সদস্য/সদস্যদের একই গ্রামের পাশাপাশি বাড়ী হতে হবে।

– প্রত্যেক সদস্য/সদস্যাদের বয়সের (১৮-৪০ বৎসর) সম্ভাব্য মিল থাকতে হবে।

– প্রত্যেক সদস্য/সদস্যাদের সামাজিকভাবে সমমর্যাদাপূর্ণ হতে হবে।

– কোন পরিবার থেকে একাধিক সদস্য/সদস্যা নেয়া যাবে না। সম্ভব হলে সদস্যদের মাঝে রক্তের সম্পর্ক না থাকাই বাঞ্চনীয়।

– দ্বৈত সদস্য/সদস্যা পদ গ্রহণযোগ্য নহে।

– দলে সদস্যদের মাঝে সম্পর্ক হবে সমতা ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে।

– দলের সদস্য সংখ্যা অবশ্যই ৩০ জন হতে হবে।

১.২. সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা

সদস্যের সাপ্তাহিক সঞ্চয়, স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও মাসিক সঞ্চয় হচ্ছে সদস্যদের সামাজিক শক্তির আর্থিক উৎস। বর্তমানের উপার্জন থেকে অংশ বিশেষ ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করাই হচ্ছে সঞ্চয়। কাজেই সঞ্চয় হচ্ছে জীবনের ইতিবাচক পরিকল্পনার বাস্তব ফসল। গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট তার দলীয় সদস্যদের পারস্পারিক অংশিদারত্ব ও দায়বদ্ধতার প্রতীক হিসাবে সঞ্চয় ব্যবস্থাকে বিবেচনা করে। সঞ্চায়নের হার ও সঞ্চিত অর্থের ব্যবহার অবশ্যই গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট ও তার দল সদস্যদের যৌথ সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিচালিত হয়ে থাকে।

মোট সঞ্চয় : ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত			
#	বিবরণ	সঞ্চয় স্থিতি	মন্তব্য
১	সাধারণ সঞ্চয়	২০,৪০,৪৪,১৮০/-	
২	স্বেচ্ছা সঞ্চয়	১,০৯,৪৪,০৭৭/-	
৩	জি এম এস এস	৯,৭৮,০৯,৩৬৯/-	
	মোট	**৩১,২৭,৯৭,৬২৬/-**	

১.৩. ঋণ বিতরণ

ঋণ এক দিকে গ্রহীতার দৈনন্দিন ন্যূনতম আর্থিক চাহিদা পুরণের পথ প্রশস্থ করে অন্যদিকে তার পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে, সমাজ সচেতনতা সৃষ্টিতে, সর্বোপরি আয় বাড়ানোর কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হতে সহায়তা করে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ গরীব। এদের অধিকাংশই ভূমিহীন, আশ্রয়হীন, অশিক্ষিত ও বেকার। আমাদের দেশের সর্বমোট ঋণের চাহিদার মাত্র ৩০% থেকে ৪০% সরকারী/সরকারী বিভিন্ন ব্যাংক, সমবায় সমিতি, এনজিও ও পেশাভিত্তিক সংগঠন পূরণ করে থাকে। বাকী ৬০% থেকে ৭০ % চাহিদা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব,

প্রতিবেশী, মহাজন ও ফড়িয়াদের মাধ্যমে পূরণ হয়ে থাকে। আর গরীব অশিক্ষিত শ্রমজীবি মানুষ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অনুৎপাদনশীল অপরিকল্পিত ঋণ গ্রহণ করে সুদখোর মহাজনের খপ্পরে পড়ে বিষয় সম্পত্তি ও ভিটেমাটি থেকে বিতাড়িত হয়ে থাকে। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে উপার্জনক্ষম কর্মী বাহিনীতে রূপান্তরিত করতে হবে। সমাজের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে হবে। তাদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে প্রয়োজন পরিকল্পিতভাবে পর্যায়ক্রমে ঋণের মাধ্যমে আয় বাড়ানোর কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট-এর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে সংগঠিত প্রত্যেকটি নরনারীকে আত্মকর্ম সংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই হচ্ছে ঋণ দান কর্মসূচীর লক্ষ্য। গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট চারটি কম্পোনেন্টে ঋণ দান কর্মসূচী পালন করে থাকে।

গণ কল্যাণ ট্রাষ্টের ফান্ডের উৎস

#	ফান্ডের উৎস	এ পর্যন্ত ফান্ডের পরিমাণ	মন্তব্য
	পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন	১৬,২০,০৬,৬৬১/-	
	সরকারি ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ	২৪,১১,৪২,৭৬৪/-	
	নীট উদ্বৃত্ত	১৭,৭৮,৭৪,৪৩৩/-	
	মোট সঞ্চয়	৩১,২৭,৯৭,৬২৬/-	
	সর্বমোট	**৮৯,৩৮,২১,৪৮৪/-**	

এক নজরে ঋণ কার্যক্রমের বিগত ৫ বৎসরের অগ্রগতি

#	বিবরণ	জুন' ২০১৪	জুন' ২০১৫	জুন' ২০১৬	জুন '২০১৭	জুন' ২০১৮
১	সমিতি	১২৩৪	১২৬৫	১৩৮১	১৫৫১	১,৮১৫টি
২	সদস্য	২৪২৬৫	২৭১০১	৩৩২২৭	৩৭১২১	৪৩,৬০২ জন
৩	ঋণী	১৭৫০৩	১৮৯৮২	২৪০৮৬	২৬৮২৯	৩৪,০০২ জন
৪	সঞ্চয়	৯১০,৮৪,১৫৩	১২,৬৬,৩৮,৪৫১	১৮,৩৫,৪৭,৭৭৫	২৩,৩৩,১৬,২২৯	২০,৪০,৪৪,১৮০
৫	ঋণ স্থিতি	২৮,৪৬,৫৪,৫১৪	৩৬,৮০,১৫,৮১২	৪৭,১৫,৪১,৮৬৯	৫৮,৫২,৭৬,২৮২	৮৩,৮৪,৯৪,৮১৮
৬	আদায়ের হার	৯৯.৪৮%	৯৯.৬২%	৯৯.৬৮%	৯৯.৬৪%	৯৯.৬৬%

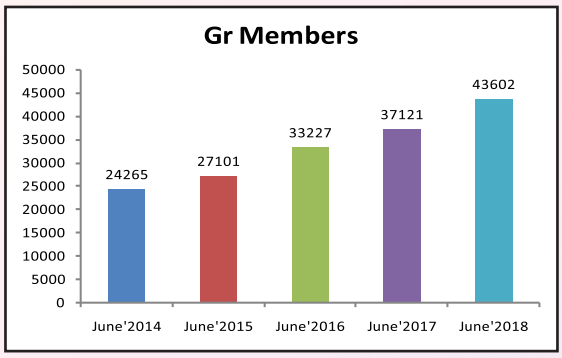

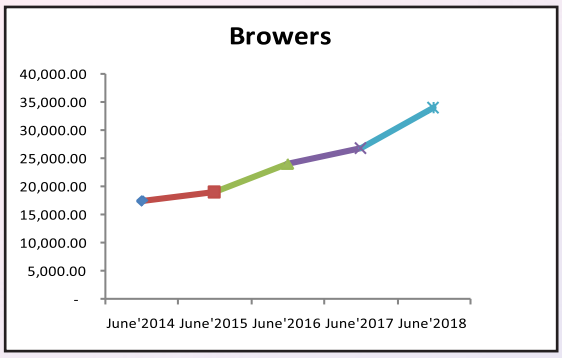

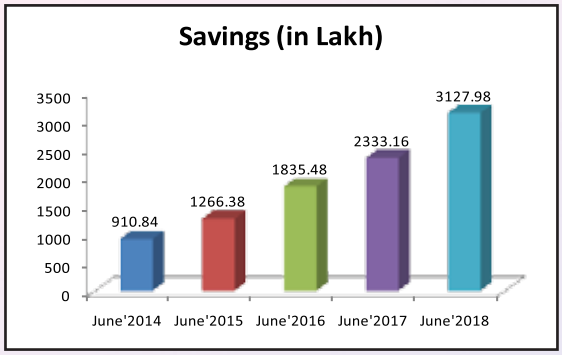

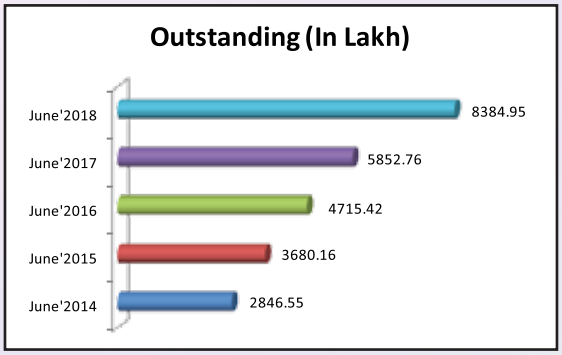

৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত জোন ভিত্তিক কার্যক্রমের তথ্য

বিবরণ	সাটুরিয়া	মানিকগঞ্জ	বাথুলি	আন্দারমানিক	টেপরা	মোট
সমিতি	৪০৬	৪২৪	৩৭১	৩৩৩	২৮১	১৮১৫
সদস্য সংখ্যা	১০,৪২৬	৯,৮০৫	৯,২৬৯	৭,৭০৬	৬,৩৯৬	৪৩,৬০২
ঋণী সংখ্যা	৭,৯০৩	৭,৪৫৩	৭,৯৯৮	৫,৯৭৯	৪,৬৬৯	৩৪,০০২
সাধারণ সঞ্চয় স্থিতি	৫৩,৮৬,৭৮,৮২৬	৪,৫৮,৮১,২২৬	৫০৮,০৯,৯৯৬	৩২৪,৮২,১৬৪	২১,০০২,৯৬৮	২০,৪০,৪৪,১৮০
সেচ্ছা সঞ্চয় স্থিতি	২৪,০১,২৯৭	১৯,৮৩,৯০২	২৩,৯৮,৩৫২	১৯,৫১,১৫১	৮৩২,৩৬৯	৭১,৯২,৭৫৪
জিএমএসএস স্থিতি	৩৯১,১৭,৮১৬	১,৭৯,৯১,০৭১	৩৭,৭৫,৩৫৮	১,২৬,৬৪,৯২৩	৪০,৫২,০০৭	৭৭৬,০১,১৭৫
বুনিয়াদ ঋণ স্থিতি	৮৪,১৮,২১১	৪৯,৫২,৭৪০	৬৬,৮৯,০৩৪	২৭,৭১,৩৮৪	২,৬৮,৭৭৪	২,৫৫,১৯,১১৫
জাগরণ ঋণ স্থিতি	৯৯১,৪৬,৩৯৫	১০,৭১,১৮,৫৮৪	১১,৪৮,১৫,৪৫২	৯,০৮,৬৩,৭৭১	৬৯৬,২০,৯৫৫	৪৮,১৫,৬৫,১৫৭
অগ্রসর ঋণ স্থিতি	৫০০,১২,০৫৭	২,৯৯,৩৩,৪১৩	৫,৬৮,৭৬,৫৯৮	১,০৩,৫৪,৮৪৫	৮৬,৮৩,০৩২	১৫,৫৮,৫৯,৯৪৫
সুফলণ ঋণ স্থিতি	৪৮২,৯৫,৯৮০	৪,০৭,৯৪,৬১৫	৩,৫৫,৭৭,৬৫৬	৩,৩০,৮৯,০০০	১৭৭,৯৩,৩৫০	১৭,৫৫,৫০,৬০১
মোট ঋণ স্থিতি	২০,৫৮,৭২,৬৪৩	১৮,২৭,৯৯,৩৫২	২১,৩৯,৫৮,৭৪০	১৩,৭০,৭৯,০০০	৯৮৭,৮৫,০৮৩	৮৩,৮৪,৯৪,৮১৮
মোট বকেয়া স্থিতি	৩৯,০৬,৫৬৬	৭৪,২৮,২৮৮	১৪,০৫,৯১০	৪১,৮৬,৫১৮	৩৮,১৮,৯০৮	২,০৭,৪৬,১৯০

১.৪. ঋণ বিতরণের কম্পোনেন্ট সমুহ

১. বুনিয়াদ ঋণ কার্যক্রম

২. জাগরণ ঋণ কার্যক্রম

৩. অগ্রসর ঋণ কার্যক্রম

৪. সুফলন ঋণ কার্যক্রম

কম্পোনেন্টসমুহের ঋণস্থিতি

ক্রঃ নং	কম্পোনেন্ট	ঋণস্থিতি
১	বুনিয়াদ ঋণ কার্যক্রম	২,৫৫,১৯,১১৫
২	জাগরণ ঋণ কার্যক্রম	৪৮,১৫,৬৫,১৫৭
৩	অগ্রসর ঋণ কার্যক্রম	১৫,৫৮,৫৯,৯৪৫
৪	সুফলন ঋণ কার্যক্রম	১৭,৫৫,৫০,৬০১
	মোট ঋণ স্থিতি	৮৩,৮৪,৯৪,৮১৮

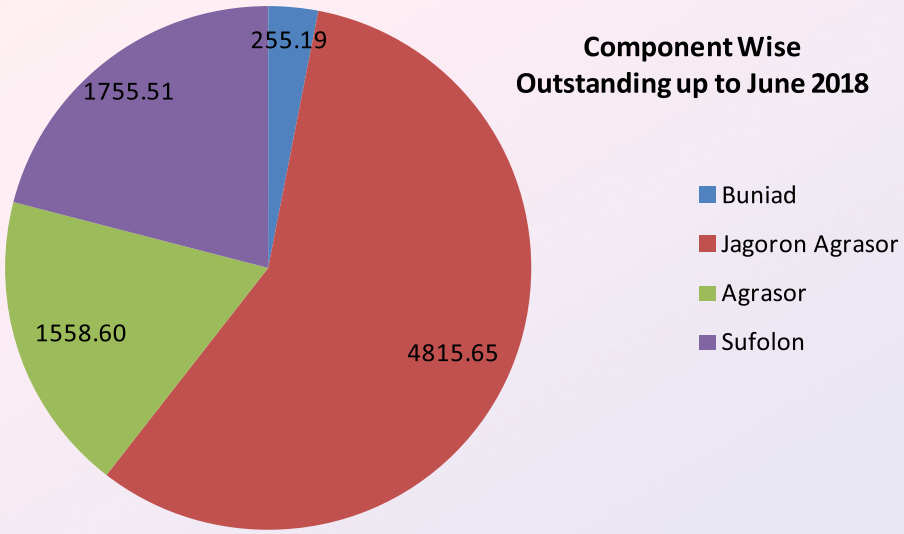

১.৪.১. বুনিয়াদ ঋণ কার্যক্রম

- বেচেঁ থাকার জন্য বুনিয়াদ জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্ষম নয়।
- সারা বছর দু-বেলা প্রধান খাদ্যের চাহিদা পূরণে অক্ষম।
- নিরাপদ পানি স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত।
- আরোগ্য লাভের জন্য উন্নত চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত।
- স্বাস্থ্য বান্ধব পরিবেশ থেকে বঞ্চিত।

এমন অবস্থান থেকে উন্নয়নের লক্ষ্যে গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট তাদের মধ্যে খাত ভিত্তিক ঋণ প্রদান করে থাকে। ঋণের লক্ষ্য মাত্রা সঙ্গে সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা।

৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত বুনিয়াদ খাতের তথ্য

#	বিবরণ	সদস্য সংখ্যা	ঋণী সংখ্যা	এ যাবৎ ঋণ বিতরণ	এ যাবৎ ঋণ আদায়	ঋণ স্থিতি ২০১৭	ঋণ স্থিতি ২০১৮
১	কৃষি কাজ (বর্গা জমি)	২৯২০	১৪৯৯	৪৫৫৪২৫০০	৩৫৯৯৩০৮০	৮০৪৯৪২০	৯৫৪৯৪২০
২	ক্ষুদ্র ব্যবসা (কাঁচা মালের)	১৭৪৫	৮৬০	৩৫০৫০০০০	৩৩৫২৯৯৮০	১৮২০০২০	১৫২০০২০
৩	হস্ত শিল্প (বাস, বেত)	১১৬২	৫৬০	১৫১৭৫০০০	১৪৯৩০৩১৬	১২৬১২২৬	২৪৪৬৮৪
৪	মুড়ি, চিড়া প্রস্তুত	৩০১	২০৪	২৫০০০০০০	২২১৮৫৭৭০	১৫১৪২৩০	২৮১৪২৩০
৫	রিক্সা/ভ্যান ক্রয়	৩৮৯	২৮৬	২০৩০০০০০	১৮৪২৮৬৭৫	১৩৭১৩২৫	১৮৭১৩২৫
৬	দর্জির কাজ	৪২২	৩০২	১৮৫০০০০০	১৫৪৬৭৭৭১	১০৩২২২৯	৩০৩২২২৯
৭	গরু মোটাতাজা করণ	৪১২	২২৫	২৩৫০০০০০	২১৮২৭৬৭০	১২৭২৩৩০	১৬৭২৩৩০
৮	ছাগল পালন	৩১৭	১৭০	১৯৮০০০০০	১৮০৬৭৮৮০	১৬৩২১২০	১৭৩২১২০
৯	হাঁস মুরগী পালন	৩৫১	১৯০	২২৫০০০০০	২০৭৭৮৪৭০	১৭২১৫৩০	১৭২১৫৩০
১০	অন্যান্য	১৪৯৪	৯২৮	৪৭৬৪৬০০০	৪৬২৮৪৭৭৪	১৮৫০৭২৯	১৩৬১২২৬
	মোট	**৯৫১৩**	**৫২২৪**	**২৭৩০১৩৫০০**	**২৪৭৪৯৪৩৮৬**	**২১৫২৫১৫৯**	**২৫৫১৯১১৪**

গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট বুনিয়াদ সদস্যদের যে সমস্ত সুযোগ প্রদান করে থাকে

- সদস্য ভর্তি ফি পাশ বহি ও অন্যান্য বাবদ এমনকি বীমা বাবদ কোন প্রকার টাকা নেওয়া হয় না।
- সার্ভিস চার্জ ও অন্য প্রোগ্রামে তহবিল হতে বুনিয়াদ সদস্যদের বীমা ঝুঁকি ও ব্যয় নির্বাহ করে থাকে।
- বুনিয়াদ সদস্যদের ঋণ প্রদান করা হয় সদস্যর চাহিদা মাফিক।
- জিকেটি ও বর্তমান কর্ম-এলাকায় যে সকল বুনিয়াদ সদস্য এখনো বুনিয়াদ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে নাই জিকেটি তাদের অন্তর্ভুক্ত করণের যাবতীয় ব্যবস্থা করবে যাতে কোন এলাকায় কোন বুনিয়াদ সদস্য বাদ না পড়ে।

লিপি বণিকের জীবন সংগ্রামের কথা

সদস্যার নাম	: লিপি বণিক
স্বামীর নাম	: শ্যামল বণিক
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম : ভাটারা, পোঃ বালিয়াটী, থানা : সাটুরিয়া, জেলা : মানিকগঞ্জ
সমিতি নাম	: ভাটারা মহিলা সমিতি (৮০ম)
জিকেটি সদস্য পদ গ্রহণের তারিখ	: ২১/১১/২০০৯
১ম দফায় গৃহীত ঋণের পরিমাণ	: ৫,০০০/- টাকা
বর্তমান গৃহীত ঋণের পরিমাণ	: ১০,০০০/- টাকা
ঋণের ধরন	: বুনিয়াদ
প্রকল্পের নাম	: কদমা তৈরী

জিকেটি সদস্য হওয়ার পূর্বে সদস্যার আর্থিক অবস্থা

জিকেটি'র সদস্যা হওয়ার পূর্বে লিপি বণিকের স্বামীর আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। সদস্যার স্বামী সামান্য জমিতে কাজ করে মোটামুটি ভাবে সংসার চালাত। বাড়িতে ছোট একটি টিনের ঘর ছিল। তেমন আসবাবপত্র ছিল না।

জিকেটি সদস্য হওয়ার পরে সদস্যার বর্তমান আর্থিক অবস্থা

সদস্যা লিপি বণিক তার স্বামীর সাথে পরামর্শ করে গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট-এর সাটুরিয়া শাখায় গত ২১/১১/২০১৮ তারিখে সদস্যা পদ গ্রহণ করে। প্রথম পর্যায়ে গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট সাটুরিয়া শাখা হতে ৫,০০০/= টাকা নিয়ে কদমা তৈরীর কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে ঋণের টাকা কিছু বাড়িয়ে জিকেটি হতে সে কয়েক ধাপে ঋণ গ্রহণ করে তার ব্যবসা বাড়াতে থাকে। এভাবে ধীরে ধীরে তার ব্যবসার পরিধি বাড়তে থাকে এবং সংসারে আয়ও বাড়তে থাকে। বর্তমানে সদস্যা লিপির স্বামী বাড়িতে একটি টিনের ঘর দিয়েছেন। যে লোকটি আগে অন্যের ব্যবসা

দেখাশুনা করে সামান্য আয়ে সংসার চালাতেন আজ তারই ব্যবসার আয় হতে জমি ক্রয় করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে সদস্যা লিপি বণিকের বাড়িতে একটি বিরাট চৌ-চালা প্লাস্টার করা টিনের ঘর ছাড়াও আরও একটি বাংলা ঘর রয়েছে। প্রতি বছর কদমার ব্যবসা হতে তার প্রায় ১,০০,০০০/- টাকা আয় হচ্ছে। তার অবস্থা দেখে গ্রুপের অন্য সদস্যরাও জিকেটি হতে ঋণ নিয়ে কদমা তৈরীর ব্যবসায় আগ্রহী হচ্ছে। বর্তমানে লিপি বণিকের পরিবারে আর কোন অভাব অনটন নেই। সে এখন এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করছেন।

১.৪.২. জাগরণ ঋণ কার্যক্রম

সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে বিশেষ করে মহিলা উৎপাদন প্রক্রিয়া হতে বিছিন্ন হয়ে যাওয়া কর্মক্ষম বেকার জনগোষ্ঠীকে পুনরুৎপাদনমুখী কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে জাগরণ ঋণ কার্যক্রমের লক্ষ্য।

- সমাজে অধিক হারে বহুমুখী কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করার মাধ্যমে সমাজকে উৎপাদনমুখী ও উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলা।
- অধিক হারে কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধমে অধিক হারে সামাজিক কর্তব্য পালনে সক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা ।
- জাগরণ ব্যবহারের বিভিন্ন খাতসমূহ নিম্নরূপ :

১. কৃষিখাত	৬. ছাগল পালন
২. ক্ষুদ্র ব্যবসা	৭. কুটির শিল্প
৩. হাঁসমুরগী পালন	৮. পরিবহণ (রিকসা, ভ্যান ও টলি)
৪. গরু মোটাতাজা করণ	৯. মৎস চাষ
৫. গাভী পালন	১০. সব্জী চাষ

এই লক্ষ্যকেই ভিত্তি করে গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট (জিকেটি) বিগত ২০ বৎসর যাবৎ জাগরণ ঋণ কার্যক্রম সফলতার সাথে পরিচালনা করে আসছে।

৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত জাগরণ খাতের তথ্য

#	বিবরণ	সদস্য সংখ্যা	ঋণী সংখ্যা	এ যাবৎ ঋণ বিতরণ	এ যাবৎ ঋণ আদায়	ঋণ স্থিতি ২০১৭	ঋণ স্থিতি ২০১৮
১	ক্ষুদ্র ব্যবসা	১২৫৪২	১০১৯১	১৪৮৯৭৯২০০০	১৩০৮১৫৪৯৬৭	১০১৫৩৭০৩৩	১৮১৬৩৭০৩৩
২	কৃষি কাজ	৫২৪০	৪৪৫৪	৫৩৭২৩৬০০০	৪৫৭১৭৭৪০৪	৪১৩৭৮৮৮০	৮০০৫৮৫৯৬
৩	রিক্সা /ভ্যান	২৩৪২	১৯৮০	২৬৩২১০০০০	২৩৫৬৬৪২০০	১৭০৫৬৮০০	২৭৫৪৫৮০০
৪	হস্ত শিল্প	১৫২২	১২৯৪	১৯৪১০০০০০	১৬৫৫৯৭৫৫০	১৭৫৩১৫২০	২৮৫০২৪৫০
৫	গাভী পালন	৩৫৮১	২৯৪৪	৫৭৫৮০০০০০	৫০৪৯৭০৭৮০	৫১৮২৯২২০	৭০৮২৯২২০
৬	মৎস্য চাষ	১৩৩৪	১১৩০	২২৪০১৫০০০	২১১৯৪৩২০০	৯০৭১৮০০	১২০৭১৮০০
৭	মুরগী পালন	১৫৪১	১১৮৫	২৩৪৮৭০০০০	২০৮৫৮৩৪০০	২৫১৭৬৫০০	২৬২৮৬৬০০
৮	ছাগল পালন	৩৯৯	২৪৬	২৫৫০৯০০০০	২৩৩৮৫৭১০০	১২১৩১৯০০	২১২৩২৯০০
৯	সবজী চাষ	২৫৬৬	২০৮১	৫৫০০৭২০০০	৫১৭৫৬৬২৪০	২৮২০৫৭৬০	৩২৫০৫৭৬০
১০	অন্যান্য	১৩০	৯০	৯০৪০০০০	৮১৪৫০০০	৯৮৮০০০	৮৯৫০০০
	মোট	**৩১১৯৭**	**২৫৫৯৫**	**৪৩৩৩২২৫০০০**	**৩৮৫১৬৫৯৮৪১**	**৩০৪৯০৭৪১৩**	**৪৮১৫৬৫১৫৯**

রাশেদা বেগমের সফলতার গল্প

সদস্যার নাম	: রাশেদা বেগম
স্বামীর নাম	: মহর আলী
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম : রাধানাগর, পোঃ সাটুরিয়া, থানা : সাটুরিয়া, জেলা : মানিকগঞ্জ
সমিতি নাম	: রাধানগর মহিলা সমিতি (২০ম)
জিকেটি সদস্য পদ গ্রহণের তারিখ	: ২৬/০৮/২০০৯
১ম দফায় গৃহীত ঋণের পরিমাণ	: ১০,০০০/- টাকা
বর্তমান গৃহীত ঋণের পরিমাণ	: ৪০,০০০/- টাকা
ঋণের ধরন	: জাগরণ
প্রকল্পের নাম	: বেগুন চাষ

রাশেদা বেগম তার স্বামীর সাথে পরামর্শ করে গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট সাটুরিয়া শাখায় গত ২৬/০৮/২০০৯ তারিখে সদস্যা পদ গ্রহণ করে। প্রথম পর্যায়ে তিনি জিকেটি'র সাটুরিয়া শাখা হতে ১০,০০০/= টাকা ঋণ নিয়ে বেগুন চাষ শুরু করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০,০০০/- টাকা নিয়ে লাউয়ের চাষ করেন। এভাবে কৃষি কাজের জন্য তিনি আমাদের শাখা হতে ধাপে ধাপে ঋণ গ্রহণ করে কৃষিতে প্রভূত সাফল্য অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি কৃষি কাজের উন্নতির জন্য অত্র শাখায় ৪০,০০০/- টাকার ঋণের কিস্তি চালাচ্ছেন। এর পাশাপাশি তিনি গরু মোটাতাজা করণ প্রকল্প থেকে ২৫,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে একটি ষাড় গরু ক্রয় করে প্রতিপালন করছেন। জিকেটি'র বিভিন্ন প্রকল্পের ঋণ নিয়ে সাংসারিক উন্নতি ছাড়াও তার সন্তানদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। বর্তমানে রাশেদা বেগমের এক ছেলে অনার্স পড়ছে আরেক ছেলে পড়াশুনার পাশাপাশি তার বাবা ও মাকে চাষের কাজে সাহায্য করছে। অনেক অভাব অনটনের সাথে যুদ্ধ করে এখন ঘরে দাঁড়িয়েছেন। জিকেটি'র সদস্য হওয়ার পর থেকে তাদের সাংসারিক অবস্থা ভালোর দিকে এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

তাসলিমা বেগমের সফলতার গল্প

সদস্যের নাম	: তাসলিমা বেগম
স্বামীর নাম	: আঃ রহমান
স্থায়ী ঠিকানা	: জান্না দক্ষিণ পাড়া, পোঃ জান্না, থানা : সাটুরিয়া, জেলা : মানিকগঞ্জ
সমিতির নাম	: জান্না দক্ষিণ পাড়া মহিলা সমিতি
জিকেটি সদস্য পদ গ্রহণের তারিখ	: ২২/০৩/২০০৮
১ম দফায় গৃহীত ঋণের পরিমাণ	: ১০,০০০/- টাকা
বর্তমান গৃহীত ঋণের পরিমাণ	: ৫০,০০০/- (জাগরণ), ২৫০০০/- (সুফলন) = ৭৫০০০/- টাকা
ঋণের খাত	: জাগরণ/সুফলন
প্রকল্পেরনাম	: সবজি চাষ ও গরু মোটাতাজা করণ

মার্চ, ২০০৮ সাল। ২ ছেলে ও ১ মেয়েকে নিয়ে তাসলিমা ও আঃ রহমানের অভাবের সংসার। ছেলেমেয়ের পড়াশুনার খরচ আর বর্ষায় ভাঙ্গা ঘরের টিনের অবস্থা নিয়ে দুঃশ্চিন্তায় আছেন। শ্বশুর বেঁচে থাকায় স্বামীর অংশের জমির ভাগ পাইনি। তবে স্বামী আঃ রহমান বলেছেন, কিছু টাকা পেলে বাবার কাছে অথবা অন্যের জমি বর্গা নিয়ে সবজি চাষ করবেন, এর মধ্যে পাড়া প্রতিবেশীর কাছে শুনেছেন যে, দক্ষিণ জান্না পাড়া মহিলা সমিতিতে ভর্তি হলে এক বৎসর ও ৬ মাস মেয়াদি ঋণ পাওয়া যায়।

খোঁজ খবর নিয়ে গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট (জিকেটি) ফুকুরহাটী শাখার আওতায় ধীন জান্না দক্ষিণ পাড়া মহিলা সমিতিতে ভর্তি হলেন। এক মাসে সঞ্চয় করে মোট ১০০০/- টাকা সঞ্চয় জমা করলেন। ১০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে তাসলিমা ও তার স্বামী ৬০ শতাংশ জমিতে সিম, বেগুন, ফুলকপির চাষ করলেন। ভাল ফলন হলো। দ্বিতীয় বৎসরে ২০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে আবার সবজি চাষ করে ভাল লাভবান হলেন। ঋণের টাকা পরিশোধ করে উদ্বৃত্ত টাকা দিয়ে একটি সেলো (পাম্প) মেশিন ক্রয় করলেন। এভাবে সবজি চাষ ও পাম্প মেশিনের আয় হতে আরও একটি পাম্প মেশিন ক্রয় করলেন।

ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা অব্যাহত ভাবে চালু রাখলেন। এবছর গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট-এর জাগরণ হতে ৫০,০০০/- টাকা এবং সুফলন হতে ২৫,০০০/-টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন। এক একর জমিতে সিম, বেগুন, ফুলকপি এবং আর ও এক একর জমিতে আখ চাষ করে ভাল ফলন পয়েছেন। এর পাশাপাশি তিনি সুফলনের ২৫০০০/-টাকা দিয়ে ১টি ষাড় গরু ক্রয় করে মোটাতাজা করছেন। একটি গাভীর বাছুরসহ পালন করছেন। দুধ বিক্রির টাকা দিয়ে গাভী পালন ও ষাড় পালন করে উদ্বৃত্ত টাকা জমা করছেন।

আয়ের টাকা ও ঋণের টাকা দিয়ে একটি পাওয়ার টিলার (ট্রাক্টর) ক্রয় করেছেন। যা দিয়ে এক একর জমি চাষ কররে ৩,০০০/- টাকা পাওয়া যায়, যা খরচ বাদ দিয়ে অর্ধেকের বেশী লাভ বা উদ্বৃত্ত থাকে। বাড়ীতে ৩টি দো'চালা টিনের দিয়েছেন। বাথরুমসহ স্যানেটারী পায়খানা তৈরী করা হয়েছে। বড় ছেলে ভোকেশন্যাল ইলেকট্রনিক নিয়ে পড়াশুনা করছে। মেয়েকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করিয়ে ১৮ বৎসরে বিয়ে দিয়েছেন। ছোট ছেলে নবম শ্রেণীতে পড়ছে।

বর্তমানে ২টি পাম্প মেশিন, ১টি ট্রাক্টর, ১টি গাভী, ১টি ষাড়, এক একর জমিতে সবজি চাষ ও আখ চাষ করে তাসলিমা সুখে সচ্ছন্দে দিনতিপাত করছেন। তাদের সংসারে এখন আর কোন অভাব অনটন নেই। জিকেটি'র সহযোগিতা, পরামর্শে তিনি খারাপ অবস্থা থেকে ভালো অবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাসলিমা হাসোজ্জ্বল চোখ মুখ বলে দেয় যে, চেষ্টা, সততা, একাগ্রতা থাকলে মানুষ একদিন স্বালম্বি হতে পারে।

তাসলিমা বেগমের বর্তমান সম্পদের বিবরণ

১।	পাম্প মেশিন দুটির মূল্য	= ৮০,০০০/- টাকা
২।	পাওয়ার টিলারের মূল্য	= ১,৭০,০০০/- টাকা
৩।	১টি গাভী ও ১টি বাছুরের মূল্য	= ১,৮০,০০০/- টাকা
৪।	১টি ষাড় গরুর মূল্য	= ৫২,০০০/- টাকা
৫।	৩টি ঘরের খরচ	= ৪,৫০,০০০/- টাকা
৬।	টিউবয়েল ও লেট্রিনের খরচ	= ১,৫০,০০০/- টাকা
	মোট সম্পদ	**= ১০,৮২,০০০/- টাকা**

* দেনা আছেন = ৫৬,০০০/- টাকা

** জাগরণের টাকা সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধ করছে, কিস্তি শেষের দিকে চলে এসেছে।

১.৪.৩. অগ্রসর ঋণ কার্যক্রম

বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা নিরসন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী ঋণ কার্যক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে পরিচালনার ফলে দীর্ঘদিন যাবৎ পর্যায়ক্রমে ঋণ গ্রহণ করে অনেক ঋণ গ্রহীতা তাঁদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হয়েছে। সদস্যদের আয় ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবে অনেক সদস্যের প্রকল্পের পরিসর বৃদ্ধি পেলেও এ সকল বুনিয়াদ

ও জাগরণ সদস্যদের সার্বিক চাহিদা প্রচলিত ঋণের আওতায় মেটানো সম্ভব ছিল না তাই দারিদ্র দূরীকরণ ত্বরান্বিত এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি ও সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি সেবা ও পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বুনিয়াদ ও জাগরণ হতে এক বৎসর সফলভাবে উত্তীর্ণ ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে উন্নিত করণের মানসে এবং সর্বোপরি মাঠপর্যায়ের বাস্তবভিত্তিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট (জিকেটি) ২০০৫ সাল হতে অগ্রসর ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। উদ্যোক্তাদের একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতির আওতায় আর্থিক সহায়তা দান ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি সামাজিক পরিবেশ তৈরী করে দক্ষ উদ্যোক্তা ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি বাড়ানোই হল এ ঋণ কার্যক্রমের লক্ষ্য। পাশাপাশি ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ও পরবর্তীতে উদ্যোক্তা শ্রেণী হিসেবে অগ্রসর ঋন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করানো, তাদের মাধ্যমে প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা ও হচ্ছে এ কার্যক্রমকে বিশেষ লক্ষ্য। উদ্যেক্তাদেরকে পরবর্তীতে ব্যাপক ভিত্তিক প্রসার ঘটানোর মত প্রকল্পের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া অগ্রসর ঋণ কার্যক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য। উদ্যোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী বর্তমানে বিভিন্ন উদ্যোগ পরিচালনার জন্য ঋণ খাত অনুযায়ী ৫১,০০০/- টাকা হতে ১০,০০,০০০/- টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়।

অগ্রসর ঋণের উদ্দেশ্য

ক) আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

খ) উৎপাদন প্রক্রিয়া হতে কোন কারণে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে পুনরায় উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করা।

গ) সমাজে অধিক হারে বহুমুখী কর্মক্ষেত্র সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজকে উৎপাদন মুখী ও উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলা।

ঘ) কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিক হারে সামাজিক কর্তব্য পালনে সক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা।

৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত অগ্রসর খাতের তথ্য

#	বিবরণ	সদস্য সংখ্যা	ঋণী সংখ্যা	এ যাবৎ ঋণ বিতরণ	এ যাবৎ ঋণ আদায়	ঋণ স্থিতি ২০১৭	ঋণ স্থিতি ২০১৮
১	ক্ষুদ্র ব্যবসা	৮২০	৭৪২	৮০১৩৬৭০০০	৭৫৭৫৯৮২৫০	২৯৯২৭৯৭৬	৪৩৭৬৮৭৫০
২	গবাদী পশু পালন	৪১৫	৩৭৫	৯২৪৭৯০০০	৭৭১৮৪০৩৭	২০২৪৫৬০৫	১৫২৯৪৯৬৩
৩	হাঁস মুরগী পালন	৩১৫	২৯৫	২৫২১২৪০০০	২৩৩৪৭৭৯২১	৯৭৭১৬০৬	১৮৬৪৬০৭৯
৪	কৃষি	৩৯৮	২৭৫	৩৬৩১৬০০০	২৮৪৩০০১৫	১৯৫৮৫৫৭৭	৭৮৮৫৯৮৫
৫	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	২০০	১৮৫	১০৬২৪৬০০০	৯৪৬১১৮৫৮	৯৫৫২০৭৫	১১৬৩৪১৪২
৬	মৎস্য চাষ	১৯২	১৬৮	১৫৪৫৫৭০০০	১৩৯৯১২৪৪৭	৮৭৭২৯৪৫	১৪৬৪৪৫৫৩
৭	খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করণ	৫২	৪৫	৮১৮৩২০০০	৬৬৮২৬০৪৫	১৯৬৭৮৮৫	১৫০০৫৯৫৫
৮	পরিবহন	১৪০	১৩৫	৯৪৬৩৮০০০	৮৯১৩৩১৪৭	৫৯৬৮৯৫৩	৫৫০৪৮৫৩
৯	জুয়েলারী কাজ	১৫২	১৪৫	২৬৮৩৯০০০	২৫৫৬১৪৯৪	৬৫৯৪৫৭৯	১২৭৭৫০৬
১০	ওষুধের ব্যবসা	৪৫	৩৫	৩৯৯০৯০০০	৩০৪১৭৯৫৪	২৩০৬৪৫২	৯৪৯১০৪৬
১১	মোবাইল ফোন, ফ্যাক্স	৭৫	৬১	২২৫৪৯০০০	১৩৫৬৯৩৫৬	৬০৮৩৫৪৩	৮৯৭৯৬৪৪
১২	বেকারী পণ্য	২৮	২২	২৭৩১৯০০০	২৪৯৫০১৬৫	৯৭৩৬৫৫	২৩৬৮৮৩৫
১৩	মিষ্টি তৈরী	৬০	৫২	১৪০১৩০০০	১২৬৫৫৩৬৭	১০৪২৬৫৩	১৩৫৭৬৩৩
	মোট	**২৮৯২**	**২৫৩৫**	**১৭৫০১৮৮০০০**	**১৫৯৪৩২৮০৫৬**	**১২২৭৯৩৫০৪**	**১৫৫৮৫৯৯৪৪**

হামিদা বেগম এখন একজন সফল উদ্যোক্তা

সদস্যার নাম	: হামিদা বেগম
স্বামীর নাম	: মৃত সিদ্দিক
সমিতির নাম	: তরা মহিলা সমিতি ৫০/ম
ঋণ প্রকল্পের নাম	: টিস্যু ব্যাগ তৈরী
বর্তমান ঋণের পরিমাণ	: ১,৫০,০০০/- টাকা
সদস্যর ধরন	: অগ্রসর
ছেলেমেয়ে	: ১ মেয়ে।

১৯৯৮ সালে সদস্যার স্বামীর ক্যানসার ধরা পড়ে। সে সময় তার মেয়ের বয়স মাত্র ৬ মাস। তখন তাদের যৌথ পরিবার ছিল। হামিদার স্বামী এবং তার (স্বামীর) ভাই যৌথভাবে শাড়ী কাপড়ের ব্যবসা করতেন। এভাবে তিনটি বছর কেটে যায়। তার স্বামী ব্যবসার সকল কিছু শিখে নেয়। অতঃপর হামিদা, তার স্বামী, তার শাশুরী ও ননদকে নিয়ে বাড়ী থেকে মানিকগঞ্জ বাসা ভাড়া নেয়। তার সোনার অলংকার বন্ধক রেখে তার স্বামীর চিকিৎসা করতে শুরু করে। এক পর্যায়ে তার স্বামী কিছুটা সুস্থ হয়। এদিকে স্বামীর চিকিৎসা করতে করতে তিনি একবারে নিঃস্ব হয়ে যান। অতঃপর হামিদা তার এক পরিচিত লোকের মাধ্যমে তার স্বামীকে গাজীপুরে একটি কাপড়ের ব্যবসায়ীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। লোকটি তাদের দুর্দশার কথা শুনে হামিদার স্বামীকে তার ব্যবসায়ে পাইকারী বিক্রেতা হিসেবে নিয়োগ দেন। এ ভাবে হামিদা বেগমের স্বামী বিভিন্ন জেলায় জেলায় কাপড় বিক্রি করতে থাকেন। এক বছরে প্রায় ৮,০০,০০০/- টাকা মূলধন হয়। এ দিকে হামিদার স্বামীর ভাইয়েরা তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির কথা জানতে পারেন। তারা হামিদার স্বামীর ঠিকানায় বিভিন্ন পাইকার দোকান থেকে মালপত্র কিনে বিল পরিশোধ করেন না। ফলে পাইকাররা হামিদার স্বামীর কাছে এসে বিল নিয়ে যায়। এভাবে কয়েটা বিল পরিশোধ করতে হয়েছে হামিদা বেগমের স্বামীকে। হঠাৎ এক দিন রাতে সিংগাইর থেকে মানিকগঞ্জ ফেরার পথে ছিনতাইকারীরা তার নগদ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ঐদিনের ঘটনায় ভয় পেয়ে হামিদার স্বামীর হৃদরোগ হয়। তার পর আবার শুরু হয় তাদের সেই পূর্বের দুর্দশা। অভাব যেন পিছু ছাড়ে না। তিন থেকে চার মাস চিকিৎসা করার পর সদস্যার স্বামী মারা যান। এক বছর তাদের সংসার খুবই কষ্টে কাটে। সাহায্য করার মত কেউ ছিলো না, এমন কি কোনো এনজিও তাকে কোন ঋণ দিচ্ছিল না। ২০১০ সালে তিনি তরায় বাসা ভাড়া নেন এবং গণ কল্যাণ ট্রাষ্টে'র ডাউটিয়া শাখার আওতাধীন তরা মহিলা সমিতে সদস্য হিসেবে ভর্তি হন। ২০১২ সালে ১ম দফায় ২০,০০০/- ঋণ গ্রহণ করে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। প্রথমে নেট ব্যাগ তৈরীর কাজ শুরু করেন এবং সংসার চালানো শুরু করেন।

২য় দফায় ৪০,০০০/- ঋণ গ্রহণ করেন এবং আরও একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। এভাবে ব্যবসার বিস্তার লাভ হতে থাকে। পরবর্তীতে ৩য় দফায় ৮০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে এবং ব্যবসার পুঁজি থেকে ২,৭০,০০/-টাকাসহ মোট ৩,৫০,০০০/- টাকা দিয়ে আধুনিক সেলাই ও কাটিং মেশিন ক্রয় করেন। বর্তমানে হামিদা বেগমের ব্যবসয়ের মোট মূলধন ১০,০০,০০০/- টাকা। হামিদা বেগম তরা জমি ক্রয় করে বাড়ি করেছেন। হামিদা বেগমের ব্যবসায়ে ৬ জন কর্মচারী কাজ করছেন। বর্তমানে হামিদা বেগম ১,৫০,০০০/- টাকা ঋণের কিস্তি চালিয়েও মেয়ের কলেজের লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের সংসার এখন ভাল ভাবেই চলছে।

মাজেদা বেগমের সফলতার গল্প

সদস্যর নাম	: মাজেদা বেগম
স্বামীর নাম	: মোঃ আসলাম হোসেন
সমিতির নাম	: শ্রীরামপুর মহিলা সমিতি
ঋণ প্রকল্পের নাম	: মুরগী পালন ও ডিম উৎপাদন
বর্তমান ঋণের পরিমাণ	: ৫০,০০০/- টাকা
ঋণের ধরন	: অগ্রসর

মোসাঃ মাজেদা বেগম, স্বামী মোঃ আসলাম হোসেন, গ্রাম : শ্রীরামপুর, ডাকঘর : কালামপুর, উপজেলা : ধামরাই, ঢাকা। তিনি গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট বাসনা শাখায় ১০ বছর যাবৎ নিয়মিত সদস্য। সদস্যপদ গ্রহণ করার পূর্বে বেকার ছিলেন। গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট হতে সর্বপ্রথম ৬০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে ২০০ মুরগী নিয়ে একটি মুরগীর ফার্ম গড়ে তোলেন। ফার্মে মুরগী ও ডিম উৎপাদন করে বেশ লাভবান হলেন। পরবর্তীতে আবার ১,০০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে এক হাজার মুরগী তোলেন এবং ফার্ম আরও একটি বাড়ান। এভাবে মাজেদা বেগম পর্যায় ক্রমে ঋণ নিতে থাকেন। বর্তমানে তিনি ৫,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে ৫টি ফার্ম, ১টি পোল্টী ফীড কারখানা তৈরি করেছেন। ৫টি ফার্মে উনার ৯,৫০০ লেয়ার মুরগীর আছে, যা থেকে ৩০০০ মুরগি ডিম দেয় এবং ৫,৫০০ বয়লার মুরগীর মাধ্যমে মাংস উৎপাদন করেন। তিনি বর্তমানে ৯০ শতাংশ জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত মুরগীর খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করেন। নিজের মুরগীর খাবারের চাহিদা মিটিয়ে খাদ্য বাজার বিক্রি করতে পারেন। এখন সে স্বয়ং সম্পূর্ণ। ২ মেয়ে ১ ছেলে নিয়ে সুখের সংসার। তার বড় মেয়ে সপ্তম শ্রেণী, ছোট মেয়ে প্রথম শ্রেণীতে পড়াশোনা করছে।

১.৪.৪. সুফলন ঋণ কার্যক্রম

গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করার স্বার্থে সুফলন ঋণের ব্যবহার করে থাকে। বিভিন্ন সমিতির সদস্য বিশেষ করে জাগরণ ও বুনিয়াদ ঋণীদের মাঝে সুফলন ঋণের নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ বিতরণ করা হয়। এই লক্ষ্যেই গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট (জিকেটি) পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় বিগত ৩০ বছর যাবৎ সুফলন ঋণের আওতায় সবজি, বোরো ধান চাষ, ভুট্টা চাষ, গরু মোটাতাজা করণ ও মৎস চাষ প্রকল্পে ঋণ দান কর্মসূচী পরিচালনা করে আসছে ।

সুফলন ঋণ কার্যক্রম মূলতঃ মৌসুমী ঋণ কার্যক্রম। মৌসুম ভিত্তিক সমন্বিত কৃষি কার্যক্রমে এই ঋণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রকল্প অনুসায়ী ছয় মাস/নয় মাস সময় ভিত্তিক এককালীন ঋণ প্রদান ও সার্ভিস চাজসহ এক কালীন ঋণ আদায় করা হয়ে থাকে। প্রকল্পের খাত অনুযায়ী এই ঋণের সর্বোচ্চ সিলিং হচ্ছে ৩৫,০০০/- টাকা ২০১৬-১৭ সনের ঋণের তথ্য নিম্নরূপ :

৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত সুফলন খাতের তথ্য

#	বিবরণ	সদস্য সংখ্যা	এ যাবৎ ঋণ বিতরণ	এ যাবৎ ঋণ আদায়	ঋণ স্থিতি ২০১৬	বর্তমান ঋণ	ঋণ স্থিতি ২০১৮
১	গরু মোটাতাজা করণ	২৯৭৫৩	৮৮৪৫৯৫০০০	৭৫৭০১৪৩৯৯	৬৭১৪৪০০০	৫০৩৩	১২৭৫৮০৬০১
২	সবজী চাষ	৩৮০০	১২১৯৩০০০০	৮৩৪৭৫০০০	৪৪১১০০০০	১৫০৫	৩৮৪৫৫০০০
৩	ভুট্টা চাষ	১০৫০	৩৬০০০০০০	৩৬০০০০০০	০	০	
৪	পিয়াজ চাষ	৪৪০	১৯৮০০০০০	১৯৮০০০০০	০	০	
৫	কাঁচামরিচ চাষ	৪০০	২৩১০০০০০	১৬০৭৫০০০	৩৪১০০০০	২৮৫	৭০২৫০০০
৬	ধান চাষ	২২২১	৬৮৪৯০০০০	৬৬০০০০০০	১৩৭৮৭০০৭	৮৩	২৪৯০০০০
৭	মৎস্য চাষ	৬৩৮	৫০০০০০০০	৫০০০০০০০	৭৫৯৯২০০	০	
	মোট	৩৮৩০২	১২০৩৯১৫০০০	১০২৮৩৬৪৩৯৯	১৩৬০৫০২০৭	৬৯০৬	১৭৫৫৫০৬০১

মুকুমালার সফলতার গল্প

২০১৪ সালে আটিগ্রাম শাখায় গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট-এর আটিগ্রাম মহিলা সমিতিতে সদস্য পদে ভর্তি হয়ে প্রথম দফায় ১০,০০০/- টাকা গ্রহণ করে হস্ত শিল্পের কাজ শুরু করেন। দ্বিতীয় দফায় ৫০০০০/-টাকা ঋণ নিয়ে হস্ত শিল্পের ব্যবসায় লাভবান হয়। তার ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শেখান এবং হাঁস মুরগী পালন করেন। তৃতীয় দফায় ৫০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে হস্ত শিল্পের কাজ করে লাভবান হন এবং একটি ছাগল ও একটি গাভী ক্রয় করেন। বর্তমানে তিনি ৫০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়েছেন। এখন তিনি স্বাবলম্বী। তারা এখন সুখী পরিবার। বর্তমানে তিনি ৫০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে নিয়মিত পরিশোধ করছেন। আগামী বছর তার আরো বেশী ঋণের চাহিদা আছে।

সবিতা রানীর সফলতার গল্প

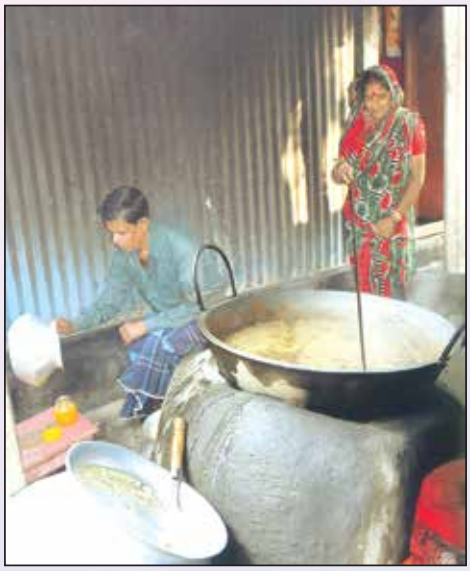

সবিতা রানী, স্বামী কার্তিক চন্দ্র ঘোষ, দড়গ্রাম ঘোষ পাড়া মহিলা সমিতির নিয়মিত সদস্যা ও দড়গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা। তিনি গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট-এ ১৫ বছর যাবৎ নিয়মিত সদস্যা। অতিদরিদ্র পরিবারের সদস্যা সবিতা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সংসার চালান। গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট, দড়গ্রাম শাখা থেকে নিয়মিত ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ করে থাকেন। গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট দড়গ্রাম শাখা থেকে প্রথমে ৮০০০/ টাকা মাত্র ঋণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তার ঋণের পরিমাণ ২,০০,০০০/- টাকা। তাহার মূল ব্যবসা ঘি তৈরি করা। সবিতা রানী প্রতিদিন দড়গ্রাম এলাকা থেকে দুধ থেকে তৈরি ক্রিম ক্রয় করেন এবং ক্রিম থেকে ঘি তৈরি করেন। এক সময় তার ব্যবসার পরিধি খুব ছোট ছিল এবং হাটে হাটে খুচরা বিক্রি করতেন। বর্তমানে ঢাকার বিভিন্ন দোকানে পাইকারি দামে ঘি বিক্রি করেন। এই ব্যবসা থেকে তার পুরো সংসার চলে। বর্তমানে ঋণের পাশাপাশি তার নিজস্ব পুঁজির পরিমাণ বেড়েছে। ভবিষ্যতে তিনি নিজস্ব পুঁজিতে ব্যবসা করার চিন্তা ভাবনা করছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, তার উন্নত মানের ঘি এলাকায় বিশেষ পরিচিত। সদস্যা সবিতা রানী তার স্বামীর কাজে প্রতিদিন সহযোগিতা করেন। তিনি তার ছেলেকে এই ব্যবসায় নিয়োজিত করেছেন, যাতে ভবিষ্যতে নিজে স্বাবলম্বী হতে পারেন। তাঁর প্রকল্পে মোট বিনিয়োগ গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট, দড়গ্রাম শাখা থেকে ২,৮০,০০০/- টাকা এবং নিজস্ব পুঁজি ৬০,০০০/- টাকা, মোট বিনিয়োগ ৩,৪০,০০০/- টাকা। প্রতি মাসে তাঁর ব্যবসা থেকে নীট আয় হয় ৩০,০০০/- টাকা।

২। প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ বিভাগের কর্তব্য হচ্ছে গণ কল্যাণ ট্রাষ্টের কর্মী বাহিনী ও সমিতি সদস্যদেরকে ট্রাষ্টের গৃহীত কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়নে দক্ষ কর্মী বাহিনীতে রূপান্তরিত করা। সেই লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই প্রশিক্ষণ বিভাগ তৎপর রয়েছে। কর্মমুখী শিক্ষা ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা অর্জনে ট্রাষ্টের কর্মী ও সমিতি সদস্যদেরকে নিম্ন বর্ণিত প্রশিক্ষণসমূহ প্রদান করা হয়ে থাকে।

১। গবাদিপশু পালন;
২। হাঁস মুরগী পালন;
৩। গরু মোটাতাজা করণ;
৪। শাকসব্জি চাষাবাদ;
৫। ষ্টাফ ট্রেনিং;
৫। ষ্টাফ একাউন্টিং ট্রেনিং;
৭। হস্ত শিল্প বিষয়;
৮। সমিতি লীডারদের নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
৯। ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন ও আর্সেনিকমুক্ত পানি ব্যবহার;
১০। লিঙ্গ সমতা, নারী অধিকার ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

জিকেটি'র সকল পর্যায়ের ষ্টাফ ও সদস্যদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকা

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহনকারী সংখ্যা	আয়োজক	ভেন্যু	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর পদবী
১	Accounts & financial Management	৪ জন	INM	INM	৪ দিন	শাখা হিসাব রক্ষক
২	Micro Enterprise Operation & Management	১ জন	INM	INM	৪ দিন	সুপারভাইজার
৩	Microcredit Operation & Institutional Management	১ জন	INM	INM	৪ দিন	শাখা ব্যবস্থাপক
৪	Monitoring & Evaluation	১ জন	INM	INM	৩ দিন	ইন্টারনাল অডিটর
৫	Group Dynamism : Savings & Credit Management	২ জন	INM	INM	৩ দিন	শাখা হিসাব রক্ষক
৬	ক্ষুদ্র ঋণের ন্যাশনাল ডেটাবেইজ এ তথ্য প্রদান বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ জন	MRA	MRA	২দিন	সহ ঃ সমন্বয়ক
৭	Loan Management of microenterprise	১ জন	PKSF	PKSF	৪ দিন	সুপারভাইজার
৮	Financial Product Design and Diversification	২ জন	PKSF	PKSF	৩ দিন	শাখা ব্যবস্থাপক
৯	Internal Audit for operation of NGO/MFIs	১ জন	PKSF	PKSF	৫ দিন	ইন্টারনাল অডিটর
১০	Risk Management Toolkits for MFIs	১ জন	CDF	CDF	৩ দিন	জুনিঃ সহ ঃ সমন্বয়ক
১১	Micro Finance & SME Operations Management	১ জন	CDF	CDF	৩ দিন	সুপারভাইজার
১২	Monitoring Supervision and Auditing For MFIs	১ জন	CDF	CDF	৩ দিন	ইন্টারনাল অডিটর
১৩	Accounts & Audit for MFIs	১ জন	CDF	CDF	৩ দিন	ইন্টারনাল অডিটর
১৪	ME & SME Employees Development Course	১ জন	CDF	CDF	৩ দিন	সুপারভাইজার
১৫	Promoting Leadership in Microfinance	১ জন	CDF	CDF	৩ দিন	সুপারভাইজার
১৬	Customer service dor MFIS	১ জন	CDF	CDF	৩ দিন	সুপারভাইজার
১৭	Organizational Development & Management	১ জন	CDF	CDF	৩ দিন	শাখা ব্যবস্থাপক
১৮	Training of Trainers (TOT)	১ জন	CDF	CDF	৫ দিন	কৃষি অফিসার
১৯	Leadership Traninig	৪০০ জন	GKT	GKT	৩ দিন	Group Leader
২০	Staff Skill Development Traning	২৮ জন	GKT	GKT	১০ দিন	জিকেটি নতুন ষ্টাফ
২১	Accounts & Management	২৪ জন	GKT	GKT	১ দিন	শাখা হিসাবরক্ষক
২২	প্রমিতি সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩২ জন	GKT	GKT	১ দিন	জিকেটির কর্মকর্তাগন
	মোট	৫০৯ জন				

কর্মী উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম

গণ কল্যাণ ট্রাষ্টের কর্মরত কর্মীগণের কর্মদক্ষতা উন্নয়ন ও পদোন্নতির জন্য প্রতি বছর বিগত এক বছরের কর্মীর কর্মকান্ড মূল্যায়ন করা হয়। এই প্রেক্ষিতে প্রতি বছর নিম্নলিখিত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করা হয় –

১। কর্মী মূল্যায়ন ফরমেটের মাধ্যমে স্তর ভেদে বছর শেষে সকল কর্মীর মূল্যায়ন করা হয়;

২। মূল্যায়নের ভিত্তিতে কর্মীদের প্রণোদনা ও পদন্নতি দেয়া হয়;

৩। দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও সংস্থার বাহিরে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা হয়;

৪। কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

বিগত বছরে (২০১৭-১৮) উচ্চতর শিক্ষার গ্রহণের জন্য নিম্নবর্ণিত বাছাইকৃত কর্মকর্তাগণকে আইএনএম কর্তৃক পরিচালিত ৬ মাস ব্যাপী মাইক্রোক্রেডিট বিষয়ক ডিপ্লোমা কোর্সের অংশগ্রহণ করানো হয়।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
জুনিঃ সহঃ সমন্বয়ক

মোঃ আবুল হোসেন
শাখা ব্যবস্থাপক

মোঃ রফিকুল ইসলাম
শাখা ব্যবস্থাপক

মোঃ আব্দুল খালেক
শাখা ব্যবস্থাপক

মোঃ সাইফুল ইসলাম
শাখা ব্যবস্থাপক

৫। কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য পার্শ্বে বর্ণিত কর্মীকে ঢাকা ইউনিভারসিটি স্কুল অব ইকোনমিকস কর্তৃক পরিচালিত ১৮ মাস ব্যাপি মাষ্টারস অব ইন্টারপ্রিনিয়রশীপ ইকোনমিকস কোর্সের অংশগ্রহণ করানো হয়। কোর্সটি ২০১৯ সালে সমাপ্ত হবে।

সীমা রানী কর্মকার
জুনিঃ সহঃ সমন্বয়ক

৩। টিস্যু কালচার ল্যাবের মাধ্যমে আলুবীজ উৎপাদন

ভালো বীজের ভাল ফসল। এটা কৃষি ক্ষেত্রে একটা সার্বজনীন শ্লোগান হলেও বাস্তবে ভাল বীজ পাওয়া কৃষকদের কাছে এক দুঃস্বপ্ন। ভাল বীজ কৃষক সাধারণের নাগালের বাইরে। কৃষকদের দোর গোড়ায় ভাল আলু বীজ পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট ২০০০ সনে গড়ে তোলে আধুনিক টিস্যুকালচার ল্যাব। ল্যাবটির উৎপাদন ক্ষমতা প্রতি বছর ১ লক্ষ বীজ আলুর চারা। কৃষি জমি লীজ নিয়ে এই চারা মাঠ পর্যায়ে উৎপাদন করে কৃষকদের মাঝে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত মানসম্মত হওয়ার কারণে কৃষকদের কাছে এ বীজের চাহিদা রয়েছে। যদিও আর্থিক সামর্থ্যের অভাবে বৃহৎ আকারে মানসম্মত চারা উৎপাদন ও বিপণন সম্ভব হচ্ছে না। আমরা চেষ্টা করছি দ্রুত এ সমস্যা কাটিয়ে উঠতে।

২০১৭-১৮ সনে উৎপাদিত বীজ আলুর পরিমাণ সর্বসাকুল্যে –

১।	ব্রিডার বীজ	৭,৪৪৫ কেজি
২।	প্রি-ফাউন্ডেশন বীজ	৬১,৮২০ কেজি
৩।	ফাউন্ডেশন বীজ	৩৪১৯৫১ কেজি
	সর্বমোট	**৪,১১,২১৬ কেজি**

৪। আর্সেনিক মুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প

মানিকগঞ্জ জেলার অবস্থান দেশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এবং বন্যা প্রধান এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। এখানে পানীয় জলের অভাব প্রবল ভাবেই উপস্থিত। ফলে পানি বাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব সব সময়েই একটা সমস্যা। গণ কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই এই সমস্যা মোকাবেলা করার চেষ্টা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০১৭-১৮ সনে নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের তথ্য নিম্নরূপ :

মোট টিউব অয়েল	গড় গভীরতা ফিল্টারসহ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	সহযোগী সংস্থা
৮টি	৪৭৫ ফুট	৩০৫ পরিবার ১৫২৫ জন	সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে

সাথে সাথে নিরাপদ আর্সেনিক মুক্ত পানি ব্যবহারে প্রয়োজনীয়তা উপকারিতা বিষয়ক আলোচনা সভা করে জনসাধারণকে সচেতন করা হয়ে থাকে। নিয়মিত এই কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫। জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্প

পৃথিবী এমন এক মহাবিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেখানে বৃষ্টির মৌসুমে বৃষ্টি নেই, আবার কখনো অতিবর্ষণ। শুষ্ক মৌসুমে মারাত্মক খরা ও শস্যহানি, আবার প্রলয়ঙ্করী বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পৌনঃপুনিকতা। ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশে ঋতু বৈচিত্র হারিয়ে যাচ্ছে। একদিকে গ্রীষ্ম ও বর্ষা প্রলম্বিত হচ্ছে, অন্য দিকে শীত কাল সংকুচিত হচ্ছে। শরৎ ও হেমন্তের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই জলবায়ু পরিবর্তন পৃথিবীর টেকসই উন্নয়ন ও মানব জাতির অস্তিত্বের ক্ষেত্রে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানবসৃষ্ট কারণে দ্রুত জলবায়ু পরিবর্তন ও এর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রাক্কলন ও জ্ঞান বর্তমানে স্পষ্টতর হয়েছে এবং বাস্তবেও এর প্রভাব অনুভূত হচ্ছে।

গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট-এর কর্ম-এলাকা মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলায় এ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অধিকতর পরিলক্ষিত হওয়ার কারণে সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্প পরিচালনা করা হচ্ছে।

স্থানীয় প্রভাব (প্রকল্প এলাকা)

- **বন্যা :** বন্যার কারণে কৃষি, মৎস্য, গবাদিপশু, বসতবাড়ি, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি খাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে/হচ্ছে;
- **নদী ভাঙ্গন :** নদীভাঙ্গনে বাড়ীঘর, কৃষি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে;
- **জলাবদ্ধতা :** জলাবদ্ধতায় কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে;
- **অতিবৃষ্টি :** কৃষি ও মৎস্য খাত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে;
- **অনাবৃষ্টি/খরা/তাপমাত্রা বৃদ্ধি :** কৃষি, গবাদিপশু, স্বাস্থ্য, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়;
- **ঘনকুয়াশা :** ঘনকুয়াশায় কৃষি, স্বাস্থ্য, যাতায়াত ও কর্মসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

গণ কল্যাণ ট্রাষ্টের কর্ম এলাকায় উপরি উল্লিখিত জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব প্রশমন করার জন্য সংস্থা নিজস্ব অর্থায়নে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ সমূহ বাস্তবায়ন করে আসছে।

১। বন্যামুক্ত বসতবাটি উঁচু করণ, গৃহনির্মাণে সিমেন্টের পিলার ব্যবহার করে ঘরের ভিত উচুকরণ;

২। বন্যামুক্ত টিউবওয়েল স্থাপন;

৩। বন্যা এবং খরা সহনশীল ফসল উৎপাদনে কৃষকদের উৎসাহিত করা;

৪। বাড়ীর আঙ্গিনায় বৃক্ষরোপণ, সামাজিক বনায়ন ও নার্সারী স্থাপনে সহায়তা প্রদান;

৫। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সেমিনার ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষন প্রদান;

৬। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয় সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য উঠান বৈঠক করা;

৭। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে স্কুল ও কলেজে ক্যাম্পেইন করা এবং এ বিষয়ে দিবস উদ্‌যাপন করা;

৮। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

৬। সামাজিক দায়বদ্ধতা মূলক কর্মসূচী

৬.১ শিক্ষা প্রণোদনা/২০১৭

গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট তার সংগঠিত সমিতি সদস্যদের জীবন মান উন্নয়নে দায়বদ্ধ। তাই কার্যক্রম সমিতি সদস্যবৃন্দকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এই লক্ষ্যকে সুদূর প্রসারি করার জন্য উপকার ভোগীর সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষার প্রতি গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট অত্যন্ত যত্নশীল। তাদের শিক্ষা লাভকে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে ২০১৪ সাল থেকে উপকার ভোগীদের এসএসসি উত্তীর্ণ সন্তানদের শিক্ষা প্রণোদনা প্রদান করা হয়।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে শিক্ষা প্রণোদনার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা	নগদ টাকার পরিমাণ	ব্যাগ	A+ প্রাপ্তদের	অভিধান	মন্তব্য
৭৯২ জন	২,০০০/-	১টি	১টি কলম	১টি	প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রদান

৬.২ উন্নয়ন মেলা/২০১৮

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও এমআর এর নির্দেশনায় মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় ১১ জানুয়ারী হতে ১৩ জানুয়ারী ২০১৮ পর্যন্ত ৩ দিনব্যাপী মানিকগঞ্জ জেলার বিজয় মেলা মাঠ প্রাঙ্গণে এক উন্নয়ন মেলার আয়োজন করা হয়। উক্ত উন্নয়ন মেলায় ১৮০টি সরকারী-বেসরকারী ও এনজিও প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণ করে থাকে। গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট (জিকেটি) উক্ত উন্নয়ন মেলায় ৩টি ষ্টল বরাদ্দ নিয়ে জিকেটির উপকার ভোগীদের নিজস্ব উৎপাদিত কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্য নিয়ে উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ করে।

৬.৩ বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

২০১৭ সালে গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট-এর কর্ম এলাকা ৭টি উপজেলায় বন্যা প্লাবিত হয়েছে, তার মধ্যে হরিরামপুর উপজেলার আওতাধীন লেছড়াগঞ্জ, কাঞ্চনপুর ও আজিমনগর ইউনিয়নের চর অঞ্চল প্লাবিত হয়ে বাড়ি ঘর ও রাস্তা ঘাটসহ পানিতে ডুবে যায়। লেছড়াগঞ্জ ও আজিমনগর শাখার আওতাভুক্ত ১১৬টি সমিতির ৩,০০০ (তিন হাজার) সদস্যদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

ক্র.নং	এলাকার নাম	পরিবারে সংখ্যা	ত্রান সামগ্রীর পরিমাণ	
			চিড়া	ORS
১	লেছড়াগঞ্জ ও কাঞ্চনপুর ইউনিয়ন	২০০০টি	৪,০০০ kg	৬,০০০ প্যাকেট
২	আজিমনগর ইউনিয়ন	১০০০টি	২,০০০ kg	৩,০০০ প্যাকেট
৩	অতিরিক্ত	-	-	১,০০০ প্যাকেট
মোট		৩,০০০টি	৬,০০০ kg	১০,০০০ প্যাকেট
*** প্রতি পরিবারে ২ kg চিড়া ও ৩ প্যাকেট করে ORS প্রদান করা হয়েছে।				

উপসংহার

গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ও স্বনির্ভর জাতি গঠনে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছে। প্রায় ৩১ বৎসরের কর্মকান্ডের সফলতা দৃশ্যমান হচ্ছে। সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনে কর্মকান্ড বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। এর ফলে সংস্থা ও উপকারভোগীদের সামগ্রিক কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব পরে। বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রাজনৈতিক অস্থিরতা জাতীয় উন্নয়নে বড় ধরনের প্রতিবন্ধক। সাধারণ কৃষকগণের মধ্যে আধুনিক প্রযুক্তির প্রসার ঘটিয়ে উৎপাদনে প্রত্যক্ষ ভাবে সম্পৃক্ত করে সকল বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে জিকেটি সামনে এগিয়ে চলছে, চলবে। সমাজ সংস্কৃতির উন্নয়ন মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে মানুষের পক্ষে জিকেটির এ অগ্রযাত্রা অবিচল থাকবে ।

সকলের জন্য শুভকামনা।

গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট

১০১, গার্লস স্কুল সড়ক (নগর ভবন সড়ক), ডাকঘর, থানা, জেলা : মানিকগঞ্জ, মানিকগঞ্জ-১৮০০
ফোন : ৭৭১১৯০৩, ই-মেইল : gktmfi@yahoo.com, জিপিও বক্স নং-৩৬৭৪, রমনা, ঢাকা-১০০০

ঢাকা অফিস : ১৯-২০, আদর্শ ছায়ানীড় হাউজিং সোসাইটি, রিং রোড, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১৫৭৪৭, ৫৮১৫৫০৭৫, ফ্যাক্স : ৮৮০২-৫৮১৫৫০৯৫
ই-মেইল : gktorg@gmail.com, gkt@bdcom.com